কেহ ভাল কেহ মন্দ করে কানাকানি।
যাহার যেমন মন সে কহে তেমনি।।'
কেহ বলে 'ও দেখেছে প্রভু হরিচাঁদ।
স্বয়ং দর্শনে হ'ল কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদ।।
হীরামনে কার্য্যত্যাগী দেখিয়া বিশেষ।
ঠাকুরের প্রতি কারো জন্মিল বিদ্বেষ।।
শ্রীচৈতন্য বালা হীরামনের সে খুড়া।
ঠাকুরের প্রতি দ্বেষ করে সেই বুড়া।।
শ্রীঅক্রূর চন্দ্র বালা শ্রীগুরুচরণ।
কনিষ্ঠ শ্রীকোটীশ্বর অতি সুলক্ষণ।।
ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত তিন সহোদর।
তাঁহারা বলেন 'প্রভু স্বয়ং অবতার।।'
প্রভুর সঙ্গেতে তারা ভ্রমে সর্বক্ষণ।
প্রভুর সঙ্গেতে করে নামসংকীর্ত্তন।।
ভক্তি-বাধ্য মহাপ্রভু সেই বাড়ী যান।
তাহারা বলেন 'ইনি স্বয়ং ভগবান।।'
মনে নাহি কর দ্বেষ হীরামন বলে।
তারা বলে 'বংশের ভাজন এই ছেলে।।
রত্নগর্ভে জন্মিয়াছে মহারাজ পুত্র।
এ হইতে বালাবংশ হইবে পবিত্র।।
কার্য্যত্যাগী হীরামন করে হরিনাম।
কত দিনে দৈবযোগে হইল ব্যারাম।।
জ্বর হ'য়ে ছ'মাস পর্যন্ত হ'ল ভোগ।
উদরে হইল প্লীহা যকৃতাদি রোগ।।
অদ্য মরে কল্য মরে প্রাণ ওষ্ঠাগত।
সেই রোগে ক্রমে ক্রমে হ'ল মৃত্যুবৎ।।
একদিন ডেকে বলে শ্রীচৈতন্য বালা।
'পাগ্‌লারে ল'য়ে তোরা ওড়াকান্দী ফেলা।।
রোগে মরে তবু বেটা ঔষধ না খায়।
আমাদের কথা নাহি শুনে দুরাশয়।।
আমাদের সংসারের কার্য্য নাহি করে।
আমরা কেহত নই ও কার বাড়ী মরে?
অসার সংসার বলে কেহ কারো নয়।
যত বেটা 'মতুয়ারা' এই কথা কয়।।
'মতুয়া' হইল এরা কি ধন পাইয়া।
বেদবিধি না মানে ফিরিছে লাফাইয়া।।
কেবা কার, কার কেবা কার জন্যে কাঁদে।
আত্মস্বার্থ সমর্পণ বাবা হরিচাঁদে।।
হরি বলে দিন রাত করে সোরাসোরি।
বাবা যদি হরিচাঁদ যাক সেই বাড়ী।।
খুড়া জ্যেঠা ভাই বন্ধু কেহ কারো নয়।
দেখি ওর কোন বাবা এখনে কুলায়?
হয় নেও ওড়াকান্দী নয় মল্লকান্দী।
'ও মরুক্ ম'তোরা করুক কাঁদাকাঁদি।।
হরিদাস মৃত্যুঞ্জয় দোঁহে নাকি ব্রহ্ম।
এ মরা বাঁচা'তে পারে তবে জানি মর্ম।।
মরু গরু বাঁচাইয়া জহুরী প্রকাশ।
এই মরা বাঁচাইয়া লউক হরিদাস।।'
শুনিয়া এতেক বাণী কেহ কেহ কয়।
'ভাল কথা বলেছ হে বালা মহাশয়।।
উহার কারণে মায়া করা নিরর্থক।
গতপ্রাণী জন্যে আর করিও না শোক।।
ডুবুতরী যদি হরিচাঁদ করে রক্ষা।
কেমন ঠাকুর তবে বুঝিব পরীক্ষা।।'
তিলক মণ্ডল ভৃত্য সেই ডেকে বলে।
'পাগ্‌লারে ওড়াকান্দী আমি আসি ফেলে।।'
এত বলি তিলক সে সাজাইল তরী।
হীরামনে ল'য়ে গেল ওড়াকান্দী বাড়ী।।
প্রভুর নিকটে গিয়া উপনীত হ'ল।
তাহা দেখি প্রভু গিয়া গৃহে লুকাইয়া।।
সেইখানে তিলক সে কাহারে না দেখে।
হীরামনে তুলে এক গাছতলা রাখে।।
ভজন পোদ্দার বলে "বাড়ী তোর কোথা।
মরা শব ফেলাইয়া যা'স্ কেন হেথা?"